শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৩৭

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রিকৃত

জনাব মোঃ বশির আহমেদ,
প্ল্যান্ট অপারেটর-বি,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মিঃ সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি, জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্ট-বি এবং অন্যান্য শ্রমিকগনকে নিয়া বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

২৭/০৮/১৯

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৩৮

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রিকৃত

জনাব শেখ আসলাম উদ্দিন,
সহকারী হিসাব রক্ষক,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব শেখ আসলাম উদ্দিন, সহকারী হিসাব রক্ষক হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মি: সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি, জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি এবং জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্ট-বিসহ অন্যান্য শ্রমিকগণ বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

২৭/০৮/১৯

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৩৯

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রিকৃত

জনাব মোঃ আবু হানিফা,
ফোরম্যান-সি,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আবু হানিফা, ফোরম্যান-সি হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মিঃ সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি, জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি এবং জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্ট-বিসহ অন্যান্য শ্রমিকগণ বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

২৭/০৮/১৯

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৪০

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রিকৃত

জনাব সরদার মনিরুজ্জামান,
এসবিএ-সি,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব সরদার মনিরুজ্জামান, এসবিএ-সি হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মিঃ সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি, জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি এবং জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্টসহ অন্যান্য শ্রমিকগণ বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

২৭/০৮/১৯

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৪১

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রিকৃত

জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ,
মেশিনিষ্ট-বি,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্ট-বি হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মিঃ সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি, জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি এবং অন্যান্য শ্রমিকগণকে নিয়া বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

২৭/০৮/১৯

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৪২

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রিকৃত

জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম,
মেশন-এ,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, মেশন-এ হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মি: সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি, জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি এবং জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্ট-বিসহ অন্যান্য শ্রমিকগণ বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৪৩

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রিকৃত

জনাব মোঃ নাসিম হোসেন,
প্ল্যান্ট অপারেটর-সি,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মিঃ সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্ট-বি, জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি এবং অন্যান্য শ্রমিকগণকে নিয়া বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৪৪

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রিকৃত

জনাব মোঃ মালেক হাওলাদার,
টারবাইন এ্যাটেনডেন্ট-সি,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ মালেক হাওলাদার, টারবাইন এ্যাটেনডেন্ট-সি হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মিঃ সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি, জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি এবং জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্ট-বিসহ অন্যান্য শ্রমিকগণ বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

২৭/০৮/২০১৯

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD

অফিসঃ
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন (১০ম তলা)
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

সূত্র নং-২৭.১১.০০০০.২১৩.০৪.০১০.১৯-২৪৫

তারিখঃ- ২৭/০৮/২০১৯ইং

গোপনীয়
প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিষ্ট্রিকৃত

জনাব মোঃ আমির হোসেন,
প্ল্যান্ট অপারেটর-এ,
খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা।

বিষয়ঃ-কৈফিয়ত তলব

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আমির হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-এ হিসাবে খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, খুলনা এ কর্মরত আছেন। আপনি সাধারণ শ্রমিকদের সংগঠিত করিয়া বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ইউনিটের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও দ্বিগুন অধিকাল ভাতার অনৈতিক/অবৈধ দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের কৌশল হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী এর বিরুদ্ধে ০৫/০৫/২০১৯ এবং ০৭/০৫/২০১৯ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজ কর্মত্যাগ করিয়া সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ টার সময়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং গেইট, প্রশাসনিক ভবনের সামনের কাঁঠালতলায় এবং প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন অশালীন বক্তব্য/শ্লোগান (একদফা এক দাবী-প্রধান প্রকৌশলী কবে যাবি, প্রধান প্রকৌশলী'র দুই গালে-জুতা মারো তালে তালে) প্রদানের দ্বারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রদর্শন করেন।

যেহেতু, গত ০৫/০৫/২০১৯ইং তারিখে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন ইউনিটের শ্রমিকদের কোন কাজ না থাকা সত্ত্বেও অনৈতিক/অবৈধ দ্বিগুন অধিকাল ভাতার দাবীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত হইয়া সকাল ৯:৩০ টা হইতে ১১:৩০ মিঃ সময়ে প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলায় প্রধান প্রকৌশলী'র দপ্তর কক্ষের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশের শুরুতে আনুমানিক সকাল ১০:৪৫ ঘটিকার সময় আপনি, জনাব মোঃ বশির আহমেদ, প্ল্যান্ট অপারেটর-বি, জনাব মোঃ নাসিম হোসেন, প্ল্যান্ট অপারেটর-সি এবং জনাব শেখ মোঃ আবদুল্লাহ, মেশিনিষ্ট-বিসহ অন্যান্য শ্রমিকগণ বিনা অনুমতিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর কক্ষে প্রবেশ করিয়া "আমাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে" বলিয়া উত্তেজিত ভংগিতে কথা বলিতে থাকেন। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ দাপ্তরিক শৃংখলার পরিপন্থি। আপনার এই ধরনের কার্যকলাপ এসেন্সিয়াল সার্ভিস (সেকেন্ড) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৮ এর বিধি-বিধানের পরিপন্থী এবং অসদাচরণের শামিল। আপনার এহেন আচরণ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর আওতায় পড়ে।

যেহেতু, আপনার উপরোক্ত কার্যকলাপ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক "অসদাচরণ" এর আওতায় পড়ে বিধায় আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

অতএব, উপরোক্ত কার্যকলাপের জন্য কেন আপনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ২৩ (৪) নং ধারা মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তাহার কারণ অত্র কৈফিয়তনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা এর বরাবরে পেশ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনার জবাব না পাওয়া গেলে ধরিয়া নেওয়া হইবে যে, আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য নাই এবং সেই মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

নির্দেশক্রমে,

২৭/০৮/১৯

উপ-পরিচালক-২,
তদন্ত ও শৃংখলা পরিদপ্তর,
বিউবো, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৫১২৭৫ পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৬০৬১-৫, ৯৫৬৬১৭০-৯/৪১৪ ই-মেইলঃ dir.end@bpdb.gov.bd